তারিখ ... 29 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

# বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ যেমন হওয়া উচিত

উচ্চশিক্ষা | এসএম নাদিম মাহমুদ

জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা চালুর একটি 'আনসিন' নির্দেশনা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সুপারিশকৃত একটি বার্তা আকারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাচ্ছে বলে সংবাদ মাধ্যমের খবর। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার অবসানকল্পে করা সুপারিশের মূলধারায় বলা হয়েছে, 'শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এতে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে প্রার্থীর মেধা যাচাই করা সহজ হবে এবং অনিয়মের সুযোগ হ্রাস পাবে। অপর একটি সুপারিশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তারা জানিয়েছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের পূর্বে কোনো পুলিশ ভেরিফিকেশন বা গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ব্যক্তিগত তথ্যাদি যাচাই হয় না। ফলে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তি বা অপরাধীরা নিয়োগের সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের আগে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করে নিয়োগ করা যাবে।

কিন্তু কেন এই নয়া নিয়োগ পদ্ধতি? তার উত্তর খুবই সহজ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে গত কয়েক দশক ধরে নানাজনে ক্ষোভ রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, কেবল একটি মৌখিক পরীক্ষায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ বাংলাদেশের যত কর্মক্ষেত্রে নিয়োগবিধি রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ও সরলীকরণ হলো এই নিয়োগ পদ্ধতি। আবার অনেকেই মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পছন্দের ছাত্রদের কিংবা পরিবারতান্ত্রিক নিয়োগ ব্যবস্থার সাগরে ভাসছে বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে, গত এক যুগের বেশি সময় ধরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ শিক্ষক নিয়োগ রাজনীতিনির্ভর হয়ে পড়ায় 'মেধাচর্চা'র আলোকিত সোপানকে ত্বরান্বিত করতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনা জরুরি বলে আমি শুধু স্বীকারই করছি না; তা সময়ের দাবি। কিন্তু কীভাবে এই সংস্কার করা হবে? লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায়?

বর্তমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ পদ্ধতি সমর্থনযোগ্য নয় কিংবা জানানোর মতো যথেষ্ট কারণ খুঁজে পাইনি। আর দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রেরিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশও মেনে নেওয়ার মতো নয়।

বর্তমানে দেশের প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ধারায় লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার বিধান চালু রয়েছে। 'শিক্ষক নিবন্ধন' পরীক্ষার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রতিযোগিতার প্রাথমিক স্তর শক্তিশালী বলেই মনে করি। কিন্তু সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পদ্ধতি সঠিক হবে– তা মেনে নেওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষার মেরুদণ্ড আর স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশেও শীর্ষ চার বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 'বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইন-১৯৭৩' অনুসরণ করে চলছে। বর্তমানে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই এই পরিচালনা আইনের সিংহভাগই অনুসরণ করে। এই '৭৩ অ্যাক্টের ৩৩ ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও বাজেট নির্ধারণ করবে প্লানিং বা পরিকল্পনা কমিটি। মূলত বিভাগের সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের নিয়ে করা প্লানিং কমিটির সুপারিশে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে প্রার্থীদের আবেদন যাচাই-বাছাই করে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় সভাপতি ও অধ্যাপকের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি, যাকে ৩৪ ধারার (ক)(খ) উপধারায় স্পষ্টত সিলেকশন বোর্ড বলা হচ্ছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগে সুপারিশ করবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটের মাধ্যমে করা হয়।

তবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে প্রার্থীদের একাডেমিক যোগ্যতাকে মুখ্য করে। নামসর্বস্ব মৌখিক পরীক্ষায় অঘোষিত পূর্বনির্ধারিতরা শিক্ষকতার টিকিট পেয়ে যান। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগবিধি সচল রয়েছে।

এরই মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর সিন্ডিকেটে শিক্ষক নিয়োগবিধির পরিবর্তন এনে বলেছে, প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি ও এইচএসসি জিপিএ ৫ স্কেলে ৪ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে সিজিপিএ ৪ স্কেলে ৩ দশমিক ৫ নির্ধারণ করে বসে আছে।

আসলে কি এই নিয়োগবিধি গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে? উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ কিসের যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত? লিখিত-মৌখিক পরীক্ষা আর একাডেমিক ফল, নাকি অন্য কিছু?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির কয়েকটি বাক্য তুলে ধরতে চাই। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের করা '১৯ নম্বর অর্ডিন্যান্সে বলা হয়েছে, একজন প্রার্থীকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শতকরা ৫৫ ভাগ নম্বরের সঙ্গে তার একাডেমিক ফল ভালো হতে হবে। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের জন্য ডক্টরাল ডিগ্রি বা পিএইচডি ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বলা হয়েছে, সহকারী অধ্যাপকের একাডেমিক ফলের ওপর শতকরা ৫০ ভাগ, ২০ ভাগ মৌখিক পরীক্ষা আর ৩০ ভাগ নম্বর প্রার্থীর গবেষণাপত্র, একাডেমিক দক্ষতার ওপর দেওয়া হয়। এই নম্বর দেওয়ার বিধান হচ্ছে, প্রার্থীদের মধ্য থেকে জার্নাল বা সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত গবেষণাপত্র সাইটেনশন, ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টরগুলোর যোগফলের ওপর নির্ভর করে। সহযোগী ও অধ্যাপকের বেলায় এই ধাপে ৪০ নম্বর দেওয়া হয়।

শুধু ভারতে নয়; শ্রীলংকা, নেপাল তাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগদানে একাডেমিক ফলের চেয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্রে প্রকাশিত গবেষণাকে গুরুত্ব দেয়। উন্নত বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশগুলোতে কেবল স্নাতকোত্তর পাস করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সুযোগ মেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে গেলে প্রার্থীকে অবশ্যই পিএইচডি ডিগ্রি বাধ্যতামূলক করে ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, মালয়েশিয়ার মতো দেশ নির্দেশনা জারি করেছে।

প্রচলিত পদ্ধতি যে সেকেলে আর কেবল মুখস্থভিত্তিক পরীক্ষার ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের সৃজনশীলতা ও মেধাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। অন্যদিকে যেখানে পাবলিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, অনৈতিক সুবিধা (রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বজনপ্রীতি) পেয়ে প্রতিযোগিতার পাদদেশ থেকে চূড়ায় যাওয়া যাচ্ছে, সেখানে জ্ঞান অর্জনের তীর্থক্ষেত্রে এ ধরনের প্রস্তাবিত নীতিমালা কতটা গ্রহণযোগ্য, তা ভেবে দেখা দরকার। এ ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়োগ গরিবের ঘোড়া রোগ বলেই মনে হয়।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক নিয়োগ হোক একাডেমিক ফলের পাশাপাশি গবেষণাপত্র, পিএইচডি আর সাইটেশনের ওপর। দেশের বাইরে অবস্থান করা মেধাবীদের দেশে ফেরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হোক গবেষণার অনুকূল পরিবেশ। শিক্ষক নিয়োগের সংস্কারসহ পরিকল্পিত শিক্ষার মানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার আরও বেশি সংস্কার ও উন্নয়ন হোক– এই প্রত্যাশা রাখি।